শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৩৩তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও।

সূচীপত্র

শেখ হাসিনার উদ্যোগ

৩৩ তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

চেয়ারম্যান এর বাণী	০১-০২
সভাপতির প্রতিবেদন	০৩
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	০৪-০৫
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	০৬
এক নজরে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০৭
সমিতি পরিচালনা বোর্ড	০৮
সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি	০৯
সিটিজেন চার্টার	১০-১১
আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম	১২

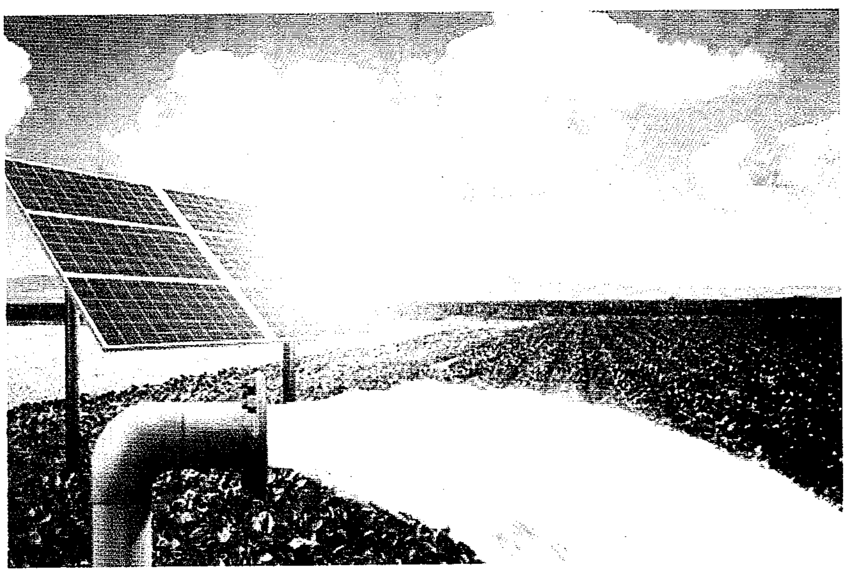

"কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ, সোলার পাম্পে হলে সেচ
সফল কৃষক, সফল দেশ, সুস্থ থাকবে পরিবেশ"

চেয়ারম্যান এর বাণী

''বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম''

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যে গ্রামাঞ্চলের আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন" মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে গুরত্বারোপ করে বলেছিলেন,"বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১/০৭/১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদুরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোর গোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের গ্রিড ও অফগ্রিডভূক্ত শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮০০৩ মেঃওঃ, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৭৬ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২৫০০ কোটি টাকা। ১৯৭৮-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত নির্মিত বিদ্যুতায়িত লাইন ২ লক্ষ ১৭ হাজার কিঃমিঃ হতে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ ২০ হাজার কিঃ মিঃ। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের বিগত ১২ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ ০৩ হাজার কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই মেয়াদে গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ কোটি ২৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ বিগত ১২ বছরে বিভিন্ন শ্রেণীর ২ কোটি ৫২ লক্ষ নতুন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার শিল্প সংযোগ ও ১ লক্ষ ৪১ হাজার সেচ সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে । একই সময়ে ৭০৫ টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ করে উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১২০২ টিতে উন্নীতকরণসহ উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা ৪৬৫০ এমভিএ হতে ১১২৭৫ এমভিএ বৃদ্ধি করে ১৫৯২৫ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে। এই সময়ে সিস্টেম লস ১৮% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ৯.৬৭% এ দাড়িয়েছে।

০৩। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) এর আওতাধীন গ্রিডভুক্ত এলাকায় ৪৬১টি উপজেলা এবং অফগ্রিডভুক্ত এলাকায় পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ ১০৫৯টি গ্রাম রয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রিডভুক্ত এলাকার ৪৬১টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজ আগস্ট' ২০২০ খ্রি: তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ অফগ্রিডভুক্ত ১০৫৯ টি গ্রাম শতভাগ বিদ্যুতায়ন কাজও ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২৮৮ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে এবং আরো ১৭৪ টি উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের জন্য উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে; যার মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাভুক্ত ৪৬২টি উপজেলার সবগুলোতে শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

০৪। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতি স্বপ্ন বাস্তবায়ন প্রায় দ্বারপ্রান্তে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পাচ্ছে। আবেদনের ০৭ দিনের মধ্যে আবাসিক গ্রাহক এবং ১৮ দিনের মধ্যে শিল্প গ্রাহকদের সংযোগ দেয়ার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার ফলে প্রতিমাসে প্রায় ০২ লক্ষাধিক নতুন গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪ কোটি ০৭ লক্ষ গ্রাহকের মধ্যে বাপবিবোর্ডের সংযোগ ৩ কোটি ২৬ লক্ষ (প্রায় ৮০%)। "মুজিব বর্ষে" বাপবিবো-এর ভৌগলিক এলাকার ১০০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে; যার মাধ্যমে আমাদের মহান সংবিধানের ১৬ তম অনুচ্ছেদে উল্লেখিত "রাষ্ট্রের অঙ্গীকার" বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৫। এই কালজয়ী কর্ম উদ্যোগ-কে ধারণ করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক"কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা /কর্মচারীগণ গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌছে গিয়ে গ্রাহকগণের অভিযোগ এবং সমস্যাসমূহ শুনে তা তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন যা সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে/হচ্ছে।

০৬। বিদ্যুৎ উন্নয়নের চালিকাশক্তি। গ্রাম বাংলায় অবস্থিত দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য বিদ্যুৎ সরাসরি ভূমিকা রাখছে। সেচ ব্যতীত সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে দুই স্প্যান লাইন ও ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষতঃ মহিলাদের আয়ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৭। ডিজিটাল কার্যক্রমের আওতায় গ্রাহকের সুবিধার্থে অনলাইনে সংযোগ প্রদান, বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, বিকাশ, রকেট, টেলিটক, সিউর ক্যাশ, এম ক্যাশ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রাহকগণ নিজ ঘরে বসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্ট ব্যাংক ও রিচার্জ পয়েন্ট থেকে সহজে বিল পরিশোধ করতে পারছে। এছাড়াও প্রায় ১৩ লক্ষ গ্রাহককে প্রি-পেমেন্ট মিটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেবা দেয়া হচ্ছে যার মধ্যে ৮১% গ্রাহক অনলাইন এর মাধ্যমে রিচার্জ করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমানে ৭ টি ব্যাংক/এমএফএস এর মাধ্যমে বিল আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রতিমাসে প্রায় ১০০% গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়াও স্বচ্ছতার স্বার্থে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ক্রয় প্রক্রিয়া e-GP এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৮। ইজিবাইক ও ব্যাটারি চালিত রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য ১৪ টি সোলার চার্জিং স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫ টি উপজেলা সদরের প্রত্যেকটিতে ৩০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ৪০ টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং আরও ২০০০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। ২৮৯ টি নেট মিটারিং ও ৫৬৭০ টি গ্রীড চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

০৯। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর কর্মকান্ডের মাধ্যমে " জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা ২০১০ অনুযায়ী" ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খাতে ১ম সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী সম্মাননা পুরস্কার "দ্রুত বিদ্যুৎ সেবা ও সংযোগ" প্রদানকারী হিসাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সপ্তাহ-২০১৬ এ সেরা সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী শতভাগ বাস্তবায়ন করায় "সেরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে" বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রথম স্বীকৃতি পুরস্কার অর্জন করে। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নে যথাক্রমে ১০০% ও ৯৪.৫% নম্বর অর্জন করেন। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সংস্থার কাজের গুণগতমানের উন্নতি স্বরুপ IMS (ISO-9001-2015, ISO-14001-2015, ISO-45001-2018) Certificate অর্জন করে যা বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনন্য। এছাড়াও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন ৮০টি সমিতি ISO-9001 Certificate অর্জন করেন।

১০। আমি অবহিত হয়েছি যে, ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ১৮/০২/১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতিতে ডিসেম্বর'২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ১৩২৬৭.০৯৪ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে মোট ৫৮৩৮৯৬ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বৎসরসমূহে খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশী হওয়ায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সিষ্টেম লস কমিয়ে, বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। গত ২০২০-২০২১ অর্থ বৎসরে ১১৬ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ এবং ১টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ করে ১০ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ১৭১৬৭ জন নতুন গ্রাহকদের সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে।

১১। আজকে সমিতির ৩৩ তম বার্ষিক সদস্য সভায় সর্বস্তরের গ্রাহক সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদান, গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান এবং অধিক সংখ্যক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার চেতনায় সমন্বিত দীপ্ত অঙ্গীকার ঘোষিত হবে এ কামনা করছি। গ্রাহক সদস্যগণকে আহবান জানাচ্ছি যেন সমিতির উত্তরোত্তর উন্নয়নে স্বস্ব ক্ষেত্র থেকে তারা সর্বদা সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখেন।

১২। আমি ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৩ তম বার্ষিক সদস্য সভার সর্বাঙ্গীন সাফল্য এবং সমিতির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার রহমত কামনা করছি। সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

সভাপতির প্রতিবেদন

''বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম''

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, এলাকা পরিচালক বৃন্দ, মহিলা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম।

আজকের এই আনন্দঘন দিনে দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে আজকের সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

শুরুতেই আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল শহীদদের স্মরন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

গনতান্ত্রিক মুল্যবোধ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে অত্র এলাকার দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ সালে বানিজ্যিক ভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ১৩২৬৭.০৯৪ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন নির্মানের মাধ্যমে ৫৮৩৮৯৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। ১৩৯৭৮ টি সেচ সংযোগ প্রদান করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া ইতোমধ্যে শতভাগ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ঃ
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন গাছের ডালপালা কর্তন, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলিঃ
ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সমিতির বিতরন লাইন থেকে ট্রান্সফরমার, তার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক মালামাল চুরি হচ্ছে। এছাড়াও কিছু অসাধু ব্যক্তি বা গ্রাহক সদস্যগন অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে সমিতিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। গনসচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী বা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থার মাধ্যমে এ চুরিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই সমিতির গ্রাহক সদস্যগনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও গনসচেতনতার মাধ্যমে এ জাতীয় চুরিরোধকল্পে এগিয়ে আসার আহবান জানাই। মুজিব শতবর্ষে গ্রাহকদের উত্তম সেবা প্রদানের জন্য সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীরা করোনাকালীন সময়েও সার্বক্ষনিক কাজ করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ সেবা গ্রাহকের দারপ্রান্তে পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে বালিয়াডাঙ্গী, রুহিয়া, রানীশংকৈল ও দেবীগঞ্জ জোনাল অফিস, আটোয়ারী ও হরিপুরে সাব-জোনাল অফিস, ময়দানদীঘিতে এরিয়া অফিস স্থাপনের পাশাপাশি নতুন ০৫টি অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তাদের কাজের মান বৃদ্ধির জন্য আপনাদের পরামর্শ কামনা করছি।

পরিশেষে, ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করে আজকের এই সভাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ-

মোহাঃ নাসির উদ্দিন
সভাপতি, সমিতি বোর্ড।

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, দূর-দূরান্ত থেকে ভার্চুয়ালী সংযুক্ত সম্মানিত গ্রাহক-সদস্যবৃন্দ এবং সভায় উপস্থিত সকল সুধী, আসসালামু আলাইকুম।

"লাভ নয়, লোকসান নয়" এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সমিতির উন্নতি এবং অবনতির সাথে গ্রাহক সদস্যদের স্বার্থ জড়িত। কারণ বিদ্যুৎ ক্রয়ের সাথে পরিচালন ব্যয়, বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত ঘাটতি যোগ করে সমিতির বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। কাজেই গ্রাহক সদস্যদের নিজেদের স্বার্থেই সমিতির সমস্ত সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ চুরি রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের মাধ্যমে সমিতিকে গতিশীল রাখা সকল সচেতন গ্রাহক সদস্যদের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে সামনে রেখে আপনাদের সামনে ২০২০-২০২১অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করছি।

আর্থিক প্রতিবেদন

বাৎসরিক আয়-ব্যয় বিবরনী

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)
০১	পরিচালনার আয় (বিদ্যুৎ বিক্রয় মূল্য)	২৫৯৭৮১৫৮৫১.০০
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	১২৪৪৬৭০০৭.০০
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	২৭২২২৮২৮৫৮.০০
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয় খাতে ব্যয়	১৬৮১৫৪২৬৭৩.০০
০৫	বিতরন ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ)	১৪৭২৩১০৫৮.০০
০৬	বিদ্যুৎ বিক্রয় খাতে ব্যয়	১৭৬২৪১৬৬১.০০
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১৬৩২৩৩৭১৫.০০
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন খাতে ব্যয় (৪+৫+৬+৭ পর্যন্ত)	২১৬৮২৪৯১০৭.০০
০৯	অপচয় খাতে ব্যয়	৫১৪১১১৩১০.০০
১০	কর খাতে ব্যয়	১০০১২৮৪৪.০০
১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋনের সুদ	১৪৭৯৭৬৭৮৯.০০
১২	বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে মোট ব্যয় (৮+৯+১০+১১ পর্যন্ত)	২৮৪০৩৫০০৪৯.০০
১৩	অপারেটিং মার্জিন (৩-১২)	(১১৮০৬৭১৯১.০০)
১৪	সরকারী ভর্তুকী	--
১৫	নন অপারেটিং মার্জিন সুদ	৯১৩০৬৪৫২.০০
১৬	নন অপারেটিং মার্জিন অন্যান্য	৭৬৬৯২৩৮.০০
১৭	নীট মার্জিন (১৩+১৪+১৫+১৬ পর্যন্ত)	(১৯০৯১৫০০.০০)

উদ্বৃত্তপত্র (ব্যালেন্স শীট)

(৩০শে জুন-২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	সম্পত্তি ও অন্যান্য ডেবিট	টাকা	ক্রঃনং	দায় ও অন্যান্য ক্রেডিট	টাকা
০১	ব্যবহার উপযোগি চালু প্লান্ট	১১,৮৬২,৮২২,৩৬৪/=	০১	মেম্বার শীপ ইস্যু	৭,৭১,১২০/=
০২	ক্রম পুঞ্জিত অবচয় সংরক্ষন	৩,০১৫,০৪২,৮৫২/=	০২	মেম্বার শীপ আনইস্যু	২২,৮৪১,৭৩০/=
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (১-২)	৮,৮৪৭,৭৭৯,৫১২/=	০৩	অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববতী বৎসর)	(১,৯৫৩,৫৩৮,৯৯৪/=)
০৪	নির্মানাধীন কাজ	২,১৬১,৪৫০,০১৯/=	০৪	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	(১১৮,০৬৭,১৯১/=)
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	১১,০০৯,২২৯,৫৩২/=	০৫	অপারেটিং মার্জিন (সরকারী ভর্তুকী)	১৮,২৯৯,৪৪৭/=
			০৬	নন অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বৎসর)	৫৫১,০৯৬,৪৪৬/=
			০৭	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বৎসর)	৯৮,৯৭৫,৬৯০/=
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	৬৪৪,৬৫৫	০৮	দানকৃত মূলধন ও মূলধনী লাভ	৩৬৬,৯৩৫,৬০৫/=
০৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	৪৫৪,৬৫৯,০০৫/=	০৯	মোট মার্জিন ও ইকুইটি (০১-০৮ পর্যন্ত)	১,০১২,৬৮৬,১৪৬/=
০৮	আরইবি রিভলভিং ফান্ড	--			
০৯	ইনভেষ্টমেন্ড ইন এসোসিয়েটস কোম্পানী	--			
১০	বিশেষ তহবিল অন্যান্য	১,০৩৪,২৮২,৮৫২	১০	পবিবোর্ড হইতে নগদ ঋণ	--
১১	মোট বিনিয়োগ (৬-১১ পর্যন্ত)	১,৪৮৯,৫৮৬,৫১২/=	১১	পবিবোর্ড ঋণ কাইন্ড	১০,২০৮,৮৫৯,৮৮৫/=
			১২	পবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ প্রভিশনাল	১,৩১৬,৪২৫,৬৮৯/=
			১৩	পবিবোর্ড ঋণ অন্যান্য	১৪৭,২৭,৮৪,৬৫১/=
			১৪	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০-১৩ পর্যন্ত)	১১,৫২৫,২৮৫,৫৭৫/=
১২	নগদ	৫৫৩,৯৫৬,৭০৭/=			
১৩	ইমপ্রেস ফান্ড	২১০,০০০/=			
১৪	অস্থায়ী বিনিয়োগ	--			
১৫	বিশেষ জমা	৭,০০০/=	১৫	গ্রাহক জামানত	৪৭৫,৩৭১,৪০২/=
১৬	হিসাবের খাতে প্রাপ্য বিদ্যুৎ	২৬৭,৮৮৬,২২৭/=	১৬	ইমপ্লয়ী বেনিফিট	৬৭৭,৭১৮,২৯৭/=
১৭	অনাদায়ীযোগ্য হিসাব সঞ্চিতি	(৮৯,২০৩,৩৯০/=)	১৭	সেলফ ইনসূরেন্স রিজার্ভ	-
১৮	হিসাবের খাতে প্রাপ্য অন্যান্য	৪০৯,০৭৮,৮৭০/=	১৮	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (১৫-১৭ পর্যন্ত)	১,১৫৩,০৮৯,৭০০/=
১৯	মালামাল ও সরবরাহ (বিবিধ)	৩০৭,৭৭৭,৬০৫/=			
২০	মালামাল ও সরবরাহ মারচেইনডাউস	৫,৭৮,৯৯৫/=			
২১	অগ্রিম পরিশোধ	--			
২২	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্ত সম্পদ	৯৩,২১৭,৭৭৬/=			
২৩	মোট চলতি ও প্রাপ্ত সম্পদ (১৩-২৪পর্যন্ত)	১,৫৪৩,৫০৯,৭৯১/=	১৯	হিসাব খাতে দেনা	২০৬,৮৯৪,৪৯৫/=
			২০	সেচ অগ্রীম	--
			২১	আক্রুড টেক্স	--
			২২	সময় উত্তীর্ণ সুদ	৩০১,৪৭৬,৮৩১/=
			২৩	সময় উত্তীর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের কিস্তি	১,৩১০,৩৪১,৭১১/=
			২৪	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধ যোগ্য দায়	৫২,৫৪৮,০২৯/=
			২৫	মোট চলতি ও পরিশোধযোগ্য দায়	১,৮৭১,২৬১,০৬৭/=
২৪	এক্সট্রা অডিনারী প্রপার্টি লসেস	১১০,৯১৪,৮৩৫/=			
২৫	প্রিলিমিনারী সার্ভে/ইনভেষ্টিগিশন চার্জ	--			
২৬	আনক্লাসিফাইড ব্যয়	২৩,৬৪৫,৮৪৫/=			
২৭	টেম্পারারী ফ্যাসিলিটি	১৩৯,৫১৬/=			
২৮	অন্যান্য ডেফার্ড ডেবিট	--	২৬	নিরাপত্তা অগ্রীম ও জমা	৩,৭২৮,০০৭/=
২৯	মোট ডেফাড ডেবিট (২৪-২৮পর্যন্ত)	১৩৪,৭০০,১৯৭/=	২৭	গ্রাহক অগ্রীম নির্মান, পুনর্বাসন ও পুনঃনির্মান	---
৩০	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+১১+২৩+২৯)	১৪,১৭৭,০২৬,০৩৪/=	২৮	অন্যান্য ডেফার্ড ক্রেডিট	৬৩৬,৩৪৭,৮৩০/=
			২৯	মোট ডেফার্ট ক্রেডিট(২৭-৩০ পর্যন্ত)	৬৪০,০৭৫,৮৩৭/=
			৩০	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (০৯+১৪+১৮+২৫+২৯)	১৪,১৭৭,০২৬,০৩৪/=

পরিশেষে সমিতির কর্মকান্ডে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে শেষ করছি।
আল্লাহ হাফেজ।

সচিব
সমিতি বোর্ড
ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ৩৩তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত সভাপতি, পরিচালক ও মহিলা পরিচালক মন্ডলী এবং গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথি, সাংবাদিক ও সুধীবৃন্দ "আসসালামু আলাইকুম"। শীতের এই সকালে ৩৩তম বার্ষিক সদস্য সভায় ভার্চুয়ালী সংযুক্ত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রতিবেদনের শুরুতে আমি স্মরন করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় ০৪ নেতাসহ ১৯৭১ সনে মুক্তিযোদ্ধাসহ নাম না জানা সকল বীর শহীদদের, আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

এমন সময় ছিলো যখন দেশের পল্লী অঞ্চলের খুব কম সংখ্যক জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করতেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সৃষ্টির পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। গ্রামাঞ্চলের সাথে শহরের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূরিকরণের উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলের বৈদ্যুতিকরনের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রুপান্তর সাধনের জন্য বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের মহান সংবিধানে ১৬ অনুচ্ছেদে এতদবিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এরই অংশ হিসেবে সরকার পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে এদেশে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেওয়ার জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত হয়।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ ঃ

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বানিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করে ডিসেম্বর ২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩২৬৭.০৯৪ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে মোট ৫৮৩৮৯৬ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেন। গ্রাহক সেবা জনগনের দ্বারপ্রান্তে পৌছানোর লক্ষ্যে বালিয়াডাঙ্গী, রুহিয়া, রানীশংকৈল ও দেবীগঞ্জে জোনাল অফিস স্থাপন, হরিপুর ও আটোয়ারীকে সাব-জোনাল অফিসে উন্নতিকরণসহ ময়দানদীঘিতে এরিয়া অফিস স্থাপনসহ দেবনগর, টুনীরহাট, নয়াদিঘী, শিবগঞ্জ ও বৈরচুনায় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও নতুন তিনটি ১০/১৪ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ঃ

উন্নত গ্রাহক সেবাসহ সমিতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগনকে ব্যাংক অথবা এজেন্ট ব্যাংকের পাশাপাশি টেলিটক, বিকাশ অথবা মোবাইলের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এছাড়া অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, ট্রান্সফরমার চুরিরোধ এবং বৈদ্যুতিক লাইন সংলগ্ন গাছের ডালপালা কর্তণে সহায়তা কামনা করছি।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ঃ

মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে আলোর ফেরিওয়ালা ও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। আপনাদের যেকোন পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তত। আপনাদের নিকট সমিতি পরিচালনা সংক্রান্ত সুপরামর্শ কামনা করছি।

পরিশেষে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য সম্মানিত গ্রাহক সদস্য, সমিতি বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দসহ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে সকলের মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আবু আশরাফ মোঃ ছালেহ্
জেনারেল ম্যানেজার
ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এক নজরে ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

(ডিসেম্বর/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত)।

০১।	সমিতির সদর দপ্তর	ঃ জগন্নাথপুর, ঠাকুরগাঁও।
০২।	আয়তন	ঃ ৩,১৯৮ বর্গ কিঃ মিঃ।
০৩।	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	ঃ ১০ টি (ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী,পীরগঞ্জ, রানীশংকৈল, হরিপুর, পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, আটোয়ারী ও তেঁতুলিয়া)।
০৪।	অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন/ পৌরসভার সংখ্যা	ঃ ৯৬/০৪ টি।
০৫।	অন্তর্ভূক্ত গ্রাম	ঃ ১,৯৬৩ টি।
০৬।	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	ঃ ১,৯৬৩ টি।
০৭।	অন্তর্ভূক্ত এলাকার জনসংখ্যা	ঃ প্রায় ২৩,০৪,৫২১ জন।
০৮।	পরিবার	ঃ প্রায় ৪,৯০,৪০৮ টি।
০৯।	এলাকা সংখ্যা	ঃ ০৭ টি।
১০।	এলাকা পরিচালক	ঃ ০৫ জন।
১১।	মনোনীত এলাকা পরিচালক	ঃ ০৩ জন।
১২।	মহিলা পরিচালক	ঃ ০৩ জন।
১৩।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ৬৪৩ জন।
১৪।	জোনাল অফিস	ঃ ০৬ টি (পঞ্চগড়, পীরগঞ্জ,বালিয়াডাঙ্গী, রুহিয়া, দেবীগঞ্জ ও রানীশংকৈল)
১৫।	সাব-জোনাল অফিস	ঃ ০৩টি (বোদা,আটোয়ারী ও হরিপুর)।
১৬।	এরিয়া অফিস	ঃ ০৩ টি (গড়েয়া,ভূল্লী ও ময়দানদিঘী)
১৭।	অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ১০ টি (হরিহরপুর, ভাউলাগঞ্জ,নেকমরদ, দেবনগর, নয়াদিঘী, লাহিড়ী, শিবগঞ্জ, টেপ্রিগঞ্জ, বরচুনা ও টুনিরহাট)
১৮।	নির্মিত লাইন	ঃ ১৩২৬৭.০৯৪ কিঃ মিঃ।
১৯।	বিদ্যুতায়িত লাইন	ঃ ১৩২৬৭.০৯৪ কিঃ মিঃ।
২০।	বিদ্যুতায়িত লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	ঃ ২৬১৫৮ টি।
২১।	সংযোগ সুবিধা সৃষ্টিঃ	ঃ ৫৮৩৮৯৬ জন।
২২।	মোট গ্রাহক সংখ্যা	ঃ ৫৮৩৮৯৬ জন।
	ক) আবাসিক	ঃ ৫১৮৯৯৬ জন।
	খ) বাণিজ্যিক	ঃ ৩৬৪৮২ জন।
	গ) গভীর নলকূপ	ঃ ১৮১২ টি।
	ঘ) অগভীর নলকূপ	ঃ ১২১১০ টি।
	ঙ) এলএলপি	ঃ ৫৬ টি।
	চ) ক্ষুদ্র শিল্প	ঃ ৪২৮৭ টি।
	ছ) বৃহৎ শিল্প	ঃ ৯৩ টি।
	জ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ ৯৯২৮ টি।
	ঝ) রাস্তার বাতি ও অন্যান্য	ঃ ১৩২ টি।
২৩।	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ ১৮ টি
২৪।	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	ঃ ২৩০ এমভিএ।
২৫।	বিল আদায়ের হার (রিবেট ব্যতীত)	ঃ ১০৩.৬৮ %
২৬।	সিস্টেম লস (বিলিং মিটার)	ঃ ১০.০৮ %।
২৭।	বকেয়া মাস (রিবেট ব্যতীত)	ঃ ১.৭১ মাস

আলোকচিত্রে সমিতির কর্মকান্ড

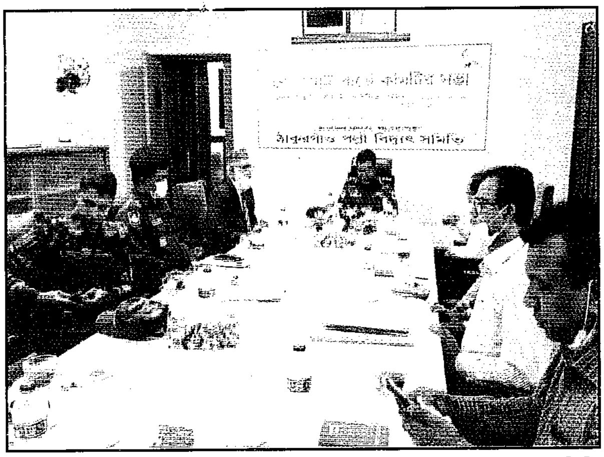

কেপিআই সার্ভে কমিটির সভায় দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি জনাব শাহ মিজান সাফিউর রহমান বিপিএম বার, পিপিএম- সেবা, অতিরিক্ত ডিআইজি, রংপুর রেঞ্জ, বাংলাদেশ পুলিশ, রংপুর।

৪৪ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো ও জেনারেল ম্যানেজার ঠাকুরগাঁও পবিস মহোদয় সহ সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ।

ঠাকুরগাঁও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আয়োজনে উঠান বৈঠক কার্যক্রম।

মুজিববর্ষে শোকের মাসে অসহায় দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরন কার্য্যক্রমে অত্র সমিতির জেনারেল ম্যানেজার, নির্বাহী প্রকৌশলী ও অন্যরা।

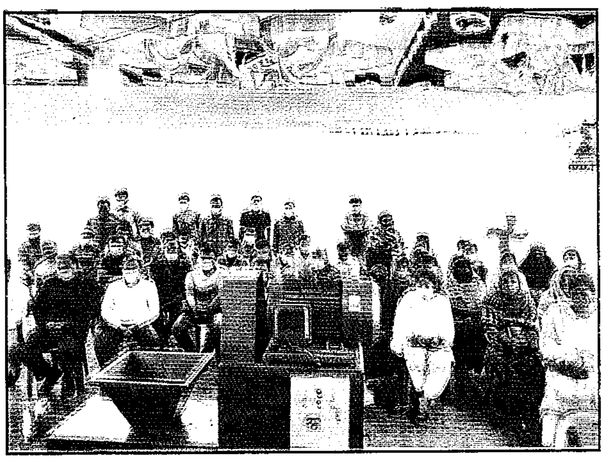

"গ্রামীন জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি" প্রকল্পের আওতায় বিআরইবি এর মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গ্রাহকের উপস্থিতিতে চারকল মেশিন বিতরন করেন।

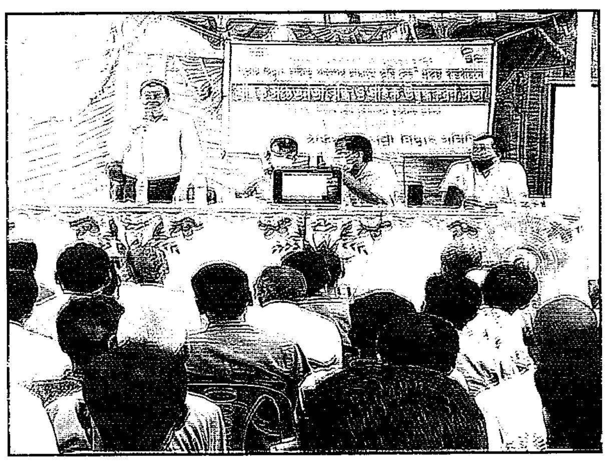

"সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ "প্রকল্পের আওতায় গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরন সভায় বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম প্রধান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,জেনারেশন ও অত্র সমিতির জেনারেল ম্যানেজার।

সদর দপ্তরের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	শাখা	ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	শাখা
১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	বেগুনবাড়ী শাখা	১২	ফাষ্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	ঠাকুরগাঁও শাখা
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ফাড়াবাড়ী শাখা	১৩	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	ঠাকুরগাঁও শাখা
৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	আউলিয়াপুর শাখা	১৪	পূবালী ব্যাংক লিঃ	ঠাকুরগাঁও প্রধান শাখা
৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ভেলাজান শাখা	১৫	পূবালী ব্যাংক লিঃ	ঠাকুরগাঁও রোড শাখা
৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	নারগুন/বড় খোচাবাড়ী শাখা	১৬	রূপালী ব্যাংক লিঃ	ভুল্লী শাখা
৬	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	মাদারগঞ্জ শাখা	১৭	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	ঠাকুরগাঁও শাখা
৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কার্তিকতলা শাখা	১৮	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	ঠাকুরগাঁও শাখা
৮	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	রুহিয়া শাখা	১৯	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	আখানগর বাজার
৯	জনতা ব্যাংক লিঃ	রুহিয়া শাখা	২০	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	শিবগঞ্জ
১০	জনতা ব্যাংক লিঃ	ষ্টেশন রোড শাখা	২১	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	ভাউলার হাট
১১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	মুন্সিরহাট শাখা	২২	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	গড়েয়া

বালিয়াডাঙ্গী জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	চাড়োল শাখা	৪	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	বালিয়াডাঙ্গী শাখা
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	লাহিড়ী হাট শাখা	৫	রূপালী ব্যাংক লিঃ	বালিয়াডাঙ্গী শাখা
৩	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	স্কুল হাট শাখা বালিয়াডাঙ্গী			

পঞ্চগড় জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	ভাউলাগঞ্জ বাজার শাখা	৭	ডাচবাংলা ব্যাংক লিঃ	পঞ্চগড় শাখা
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	হাড়িভাষা শাখা	৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	টুনিরহাট শাখা
৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ঝলইশালসিড়ি শাখা	৯	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	চাকলাহাট শাখা
৪	ব্যাংক এশিয়া	পঞ্চগড় শাখা	১০	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	জগদলহাট শাখা
৫	পূবালী ব্যাংক লিঃ	পঞ্চগড় শাখা	১১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	শালবাহান শাখা
৬	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	পঞ্চগড় শাখা	১২	রূপালী ব্যাংক লিঃ	ময়দানদিঘী শাখা

বোদা সাব- জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	সাকোয়া শাখা	৬	জনতা ব্যাংক লিঃ	বলরামপুর শাখা
২	এন আর বি সি	বোদা শাখা	৭	জনতা ব্যাংক লিঃ	ফুলবাড়ী শাখা
৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	বোদা শাখা	৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	পাচপীর
৪	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	সাতখামার বোদা	৯	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	সাকোয়া শাখা
৫	ইউসিবিএল	বোদা শাখা			

দেবীগঞ্জ জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	দেবীগঞ্জ শাখা	৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	লক্ষীরহাট শাখা
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	দেবীগঞ্জ শাখা	৮	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	সোনাহার শাখা
৩	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	দেবীগঞ্জ শাখা	৯	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	কালীগঞ্জ শাখা
৪	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	সাকোয়া শাখা	১০	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	কালীগঞ্জ শাখা
৫	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	সোনাহার বাজার	১১	ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	ভাউলাগঞ্জ বাজার
৬	আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট)	কালীগঞ্জ শাখা			

আটোয়ারী সাব-জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	জনতা ব্যাংক লিঃ	আটোয়ারী শাখা	৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	মির্জাপুর শাখা
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	আটোয়ারী শাখা	৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	তড়েয়া শাখা
৩	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	আটোয়ারী শাখা			

পীরগঞ্জ জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	জনতা ব্যাংক লিঃ	পীরগঞ্জ শাখা	৫	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	[illegible] শাখা
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	পীরগঞ্জ শাখা	৬	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	পীরগঞ্জ শাখা
৩	পূবালী ব্যাংক লিঃ	পীরগঞ্জ শাখা	৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	[illegible] হাট শাখা
৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ভোমরাদহ শাখা	৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	করনাই হাট

রানীশংকৈল জোনাল অফিসের আওতায় ব্যাংকের শাখা সমূহ

১	জনতা ব্যাংক লিঃ	রানীশংকৈল শাখা	৬	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	ধর্মগড় শাখা
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (দুয়ার)	রানীশংকৈল শাখা	৭	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	[illegible] শাখা
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	হরিপুর শাখা	৮	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	[illegible] শাখা
৪	পূবালী ব্যাংক লিঃ	নেকমরদ শাখা	৯	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	[illegible] বাজার শাখা
৫	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	নেকমরদ	১০	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ (এজেন্ট ব্যাংক)	কাঠালডাংগী বাজার

ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট ১৯১০ সংশোধিত-২০১৮

আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠ ও সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীদের বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধনের কারণে অত্র সমিতিকে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। নিম্নে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধনের কারণে বিদ্যুৎ আইন ২০১৮-এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ ঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২ (১) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করলে	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩২ (২) বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করলে।	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৩ (১) কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ। তজ্জন্যে তিনি	অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৩ (২) কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎ চুরির দন্ড।	যদি কোন বাসগৃহে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ, ভোগ বা ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমানিত হয়, তাহা হইলে ভিন্নরূপ কিছু প্রমানিত না হইলে	উপ-ধারা ৩৩ (১) এর অধীনে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ	অনূন্য ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি	অনূন্য ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অনূন্য ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দন্ড।	কোন ব্যক্তি ধারা ৩৫-এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে উহা একটি অপরাধ এবং তজ্জন্যে তিনি	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।
ধারা-৩৮ মিটার পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড।	কোন ব্যক্তি (ক) লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত বিদ্যুৎ সরবারহ লাইনের সহিত মিটার সংযোগ স্থাপন করিলে বা বিচ্ছিন্ন করিলে অথবা অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে; (খ) লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতিত মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে; (গ) মিটারের ক্ষতিসাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলক মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা রেজিষ্টারে বাঁধার সৃষ্টি করিলে; অথবা (ঘ) লাইসেন্সি কর্তৃক উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতর হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে উহা হইবে একটি অপরাধ	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড।	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিসাধন করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে উহা হইবে একটি অপরাধ	অনূন্য ৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড।	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে, অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাঁধাগ্রস্থ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে।	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৪০	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন।	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

"বিদ্যুৎ চুরি করে যারা-আমার আপনার শত্রু তারা"